গাংনীতে শিশুকে ধর্ষণের অভিযোগ; গণপিটুনি দিয়ে যুবককে পুলিশে সোপর্দ

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার চাঁদপুর গ্রামে ৯ বছর বয়সী এক শিশুকে ধর্ষণের অভিযোগে শাকিল হোসেন (৩০) নামের এক যুবককে গণপিটুনি দিয়ে পুলিশে দিয়েছে এলাকাবাসী।

আজ সোমবার সকাল ১০টার দিকে গাংনী উপজেলার চাঁদপুর গ্রামের দক্ষিণপাড়ায় ধর্ষণের এই ঘটনা ঘটলেও সন্ধ্যার দিকে ধর্ষক শাকিলকে আটক করে গণধোলাই শেষে পুলিশে সোপর্দ করা হয়েছে। শাকিল চাঁদপুর গ্রামের দক্ষিণপাড়ার আবদাল হকের ছেলে ও এক সন্তানের জনক।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, মেয়েটি তার বাবার জন্য চাঁদপুর গ্রামের দাইড়ির মাঠে খাবার নিয়ে যাচ্ছিল। পথের মধ্যে দেশীয় তৈরি অস্ত্র হাসুয়া দিয়ে গলায় ধরে মাঠের মধ্যে নিয়ে জোরপূর্বক ধর্ষণ করে। শিশুটি বাড়িতে ফিরে অসুস্থ হয়ে পড়লে, পরবর্তীতে বিষয়টি ওই শিশু তার পরিবারের সদস্যকে জানালে স্থানীয়রা যুবক শাকিলকে ধরে গণপিটুনি দিয়ে পুলিশে সোপর্দ করে।

গাংনী থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) বানী ইসরাইল জানান, ধর্ষক শাকিলকে উদ্ধার করে থানা পুলিশ হেফাজতে নেয়া হয়েছে।

ভিকটিম ওই শিশুকে মেডিকেল পরীক্ষার জন্য মেহেরপুর ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালে রেফার করা হয়েছে।

আলমডাঙ্গায় ভ্যান চোরকে গণপিটুনি দিয়ে পুলিশে সোপর্দ

আলমডাঙ্গার উপজেলার বিনেতপুর গ্রামে এক ভ্যান চোরকে ধরে গণপিটুনি দিয়ে পুলিশে সোপর্দ করেছে এলাকাবাসী।

গতকাল রোববার বিকেল ৪ টায় উপজেলার ডাউকি ইউনিয়নের বিনেতপুর গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।

আটককৃতরা হলেন- কুষ্টিয়া জেলার মিরপুর থানার কাকিলাদহ গ্রামের জহুরুল ইসলামের ছেলে সাদ্দাম হোসেন (৩৫)। সে আন্তঃজেলার চোরচক্রের সদস্য।

স্থানীয়রা জানান, বিনেতপুর গ্রামের মৃত কাবিল উদ্দিনের ছেলে উজ্জল হোসেন। তিনি পেশায় একজন মোটর চালিত পাখিভ্যান চালক। রোববার বিকেলে সে ভ্যান চালিয়ে বসত বাড়ির সামনে রেখে বাড়িতে প্রবেশ করে। ওত পেতে থাকা চোরচক্রের সদস্য কাকিলাদহ গ্রামের সাদ্দাম কৌশলে পাখিভ্যান চুরি করে পালিয়ে যাবার চেষ্টা করে। এসময় এলাকাবাসী চুরির অভিযোগে সাদ্দামকে গাছে বেধে মারপিট করে।

পুলিশ জানায়, পুলিশের জরুরী সেবা ৯৯৯-এ ফোনে এক ভ্যান চোরকে আটকিয়ে গাছে বেধে মারপিট করছে এলাকাবাসী। এমন খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌছে চোরচক্রের ওই সদস্যকে উদ্ধার করেছে পুলিশ। পরে হারদি হাসপাতালে প্রাথমিক চিকিৎসা শেষে পুলিশ হেফাজতে নেয়। আলমডাঙ্গা থানার উপ-পরিদর্শক (এসআই) সঞ্জিত কুমার জানান, চুরির ঘটনায় সাদ্দামকে আটক করা হয়েছে। রবিবার রাতেই চুরি মামলার প্রস্তুতি চলছিল।

গাংনীতে জনতার হাতে মোটরসাইকেল চোর আটক; পুলিশে সোপর্দ

গাংনী বাজার বাসস্ট্যান্ডে থেকে মোটরসাইকেল চুরির সময় মানিক মিয়া নামের এক চোরকে হাতেনাতে আটক করেছে স্থানীয় জনতা। মানিক মিয়া(৪০) কুষ্টিয়া মিরপুরের ছাতিয়ান ইউনিয়নের ধলসা গ্রামের মজনু মিয়ার ছেলে।

মঙ্গলবার রাত ৮ টার সময় এঘটনা ঘটে। মানিক মিয়াকে গণধোলায় শেষে

পুলিশে সোপর্দ করা হয়েছে।

বাজার কমিটির সভাপতি সালাউদ্দিন শাওন জানান,গাংনী বাজারের আশরাফুল ইসলাম তার একটি মোটরসাইকেল আমিরুল ইসলাম মার্কেটের সামনে মোটরসাইকেল রেখে বাজার করছিল। এসময় তার মোটরসাইকেলটি মানিক মোটরসাইকেলটি নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। এসময় মোটরসাইকেল চোর সন্দেহে মানিককে আটক করে গণধোলাইয়ের পর গাংনী থানা পুলিশের হাতে সোপর্দ করে।

গাংনী থানার ওসি আব্দুর রাজ্জাক জানান, মোটরসাইকেল চোর সন্দেহ একজনকে পুলিশে সোপর্দ করেছে বাজারের লোকজন। তাকে চুরির মামলায় দিয়ে আদালতে সোপর্দ করা হবে।

মুজিবনগরের ৩ ছাগল চোর আটক, গণধোলাই শেষে পুলিশে সোপর্দ

মুজিবনগর উপজেলার মোনাখালী উত্তর পাড়া খেলার মাঠে ৩ ছাগল চোর ধরে গণধোলাই দিয়েছে জনগণ।

ছাগল চোররা হলেন, মেহেরপুর সদর উপজেলার বন্দর গ্রামের জহরুল হকের ছেলে রিকশাচালক সাগর (২৩), একই গ্রামের মুক্তিযোদ্ধা মিয়ারুল ইসলামের ছেলে কবির (৩৫) ও মোনাখালী গ্রামের খোকন ফকিরের ছেলে রায়হান (২৫)।

আজ মঙ্গলবার (১৫ আগস্ট) দুপুরে মোনাখালী উত্তর পাড়ার শান্ত শেখের একটি ছাগল চুরি করে রিক্সা করে পালিয়ে যাওয়ার সময় মোনাখালি চকশ্যামনগর মাঠের মাঝে প্রধান সড়ক থেকে ছাগল সহ ওই তিন চোরকে আটক করা হয়।

পরে তাদেরকে মোনাখালী উত্তরপাড়া খেলার মাঠে নিয়ে আসলে উত্তেজিত জনতা গণধোলাই দেয়।

খবর পেয়ে মুজিবনগর থানা পুলিশের বিশ্বনাথপুর আইসি ক্যাম্পের এ এস আই সোহেল ঘটনাস্থলে পৌঁছে তাদেরকে আহত অবস্থায় উদ্ধার করে

চিকিৎসা জন্য মুজিবনগর স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স এ প্রেরণ করেন।

মুজিবনগর থানা অফিসার ইনচার্জ মেহেদী রাসেল বলেন, আটককৃত ছাগল চোরদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

গাংনীতে চুরি করতে গিয়ে তিন নারী আটক, পুলিশে সোপর্দ

গাংনী নিক্সন মার্কেটে চুরি করার সময় তিন নারী পকেট মারকে হাতে নাতে আটক করে পুলিশের দিয়েছেন স্থানীয় ব্যবসায়ীরা।

এরা হলেন, কুষ্টিয়া জেলার খোকসা উপজেলার মানিক গ্রামের মৃতু হিরু প্রামাণিকের মেয়ে স্বামী পরিত্যক্ত নাসিমা খাতুন (৪৫), মাগুরার মোহাম্মদপুর থানার চর পাকুড়িয়া গ্রামের মাহাবুব শেখের স্ত্রী পলি বেগম (৩৮) ও মাগুরা সদর উপজেলার হাজরাপুর বারোমাইল গ্রামের সহিকুল ইসলামের স্ত্রী আছিয়া বেগম (৪০)।

আজ মঙ্গলবার (২৯ নভেম্বর) দুপুরের দিকে গাংনী উপজেলা শহরের পুরাতন কাপড়ের (নিক্সন মার্কেট) বাজারে জনৈক নারীর ভ্যানিটি ব্যাগের মধ্যে থেকে ২ হাজার টাকা চুরি করার সময় হাতে নাতে ধরা পড়ে। পরে তাকে গাংনী থানা পুলিশে সোপর্দ করা হয়।
তবে, পলি ও নাসিমা খাতুন বলেন, আমাদের স্বামীর অসুস্থ। তাই, আমরা কুষ্টিয়াতে বাসা ভাড়া নিয়ে এক সাথে থাকি। বিভিন্ন এলাকায় হাত পেতে টাকা চেয়ে নিই। আমরা চুরি করিনা।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুর রাজ্জাক বলেন, বেশ কিছুদিন থেকে গাংনী হাসপাতালের জরুরী বিভাগে ও পুরাতন কাপড়ের বাজারে নারীদের ভ্যানিটি ব্যাগ থেকে টাকা চুরির ঘটনা ঘটে। পুলিশও তাদের সনাক্ত করার চেষ্টা করছিল।
এঘটনায় কয়েকজন ভুক্তভুগী নারী তাদের বিরুদ্ধে মামলা দিয়েছে। আগামিকাল আটক তিন নারীকে আদালতের মাধ্যমে মেহেরপুর জেল হাজতে প্রেরণ করা হবে।

[redacted]

[redacted]